উৎপলা সেন

যৌবনে **উৎপলা সেন** পরিণত বয়সে

বাঙলা আধুনিক গানের প্রথম সফল মহিলা শিল্পী উৎপলা সেন। তাঁর যুগের তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পীও বটে। দুর্ভাগ্যের কথা তাঁর গাওয়া গানের অনেকগুলি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর ফ্যানেরা কালের করাল গ্রাস এড়িয়ে দু চারজন বেঁচে আছেন। বঙ্গদর্শনের উদ্যোগে শিল্পীদের জীবনী ও গানের তালিকা প্রস্তুত করার কাজে উৎপলার প্রসঙ্গ আসার পরে বোঝা গেল পরিস্থিতি কতটা সঙ্গীন। যাই হোক, যা আছে বা জানা আছে তাই নিয়ে এই লেখাটি প্রস্তুত করা হল। তিন মাসে যতটা হয় তাই করা হল। তবে আশার কথা এই যে, উৎপলার জীবনী ও গানের তালিকা প্রকাশিত হল ইন্টারনেটে বা ওয়েবসাইটে। এর ক্রমাগত সংশোধন ও পরিবর্ধন চলতে থাকবে। বঙ্গদর্শনের পাঠক ও সমস্ত বাঙালীকে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা যে কোন তথ্য জানা থাকলে আমাদের জানান, bangodarshan@gmail.com অথবা madhur_sangeet@bangodarshan.com ঠিকানায়। আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করলে স্বর্গত উৎপলার পুণ্য স্মৃতির প্রতি সুবিচার করতে পারব। বাঙালীর অসংখ্য ত্রুটির দু একটির নিরসন হলেও আনন্দের কথা।

ঢাকা নিবাসী প্রফুল্লকুমার ঘোষ ও হিরণবালা ঘোষের কন্যা উৎপলার জন্ম ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ। তাঁর পরিবারের ঢাকার কোন জায়গার বাড়ী ছিল, তাঁদের গ্রাম বা দেশের বাড়ী কোথায়, এমন কি তাঁরা কয় ভাই বোন তাও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জানা নেই। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে সুধীরলাল চক্রবর্তী ঢাকা বেতারে শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। সেই সময়ে কিশোরী উৎপলা তাঁর কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন। উৎপলার মা হিরণবালাও গানের চর্চা করতেন। মেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা তিনিও দিয়েছিলেন। মূলত সুধীরলালের উদ্যোগেই কিশোরী উৎপলা ঢাকা বেতারে এবং অন্যত্র কিছু অনুষ্ঠান করেছিলেন। তবে তাঁর প্রথম রেকর্ড ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বার হয়েছিল বলে কেউ কেউ যে বলে থাকেন, সেটি সত্য না হবার সম্ভাবনাই বেশী। উৎপলা জনৈক গুল মহম্মদ খানের কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। সুধীরলাল ১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। তার সঙ্গে অথবা কিছু পরে উৎপলার পরিবারও চলে আসে কলকাতায়। সুধীরলাল প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। তিনি বেতার রেকর্ড, সিনেমা সব জায়গাতেই সুযোগ করে নেন। তাঁর ছাত্রীটিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, রেডিওতে গান গেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম রেকর্ড বার হয়। গানটি - দূরে গেলে মোরে মনে রবে না জানি। সুধীরলালই সুরকার, কথা বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ীর। তাঁর প্রথম দিকের ভক্তিমূলক গানগুলিতে এক সুন্দর সহজ নিবেদনের ভাব তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি সিনেমায় সুযোগ পান। মাই সিস্টার সিনেমায় তাঁর গানগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার বেণু সেন উচ্ছলা উৎপলার গুণগ্রাহী হয়ে পড়লেন দু একবার তাঁকে দেখার পরে। কিছুদিনের মধ্যেই উৎপলা কেয়াতলা লেনে বেণু সেনের গৃহিণী হয়ে পূর্ণোদ্যমে সংসারজীবনে ব্রতী হয়ে গেলেন। তবে গানই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন। স্বামীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা আর সুধীরলালের শিক্ষায় উৎপলা বাংলা আধুনিক গানের বিখ্যাত বা সর্বপ্রধান শিল্পী হয়ে গেলেন কিছুদিনের মধ্যেই। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁকে মহিষাসুরমর্দিণী অনুষ্ঠানে সুযোগ করে দেন। মহিষাসুরমর্দিণীতে তাঁর গাওয়া 'শান্তি দিলে ভরি' গানটি আজও প্রায় সমান জনপ্রিয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একমাত্র পুত্র আশীষের জন্ম হয়। এই সময়ের স্বল্প বিরতি বাদ দিলে উৎপলা একটানা গান গেয়ে গেছেন প্রায় পাঁচ দশক ধরে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অল্প

বয়সে তাঁর গুরু সুধীরলালের মৃত্যু হয়। উৎপলা শোক কাটিয়ে উঠে সঙ্গীতের সাধনা নতুন উদ্যমে চালিয়ে যান। এই সময় তাঁকে সঙ্গীত শেখাতে শুরু করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। সতীনাথ উৎপলার বাড়ীতে গিয়েই সঙ্গীত শেখাতেন। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। সতীনাথ উৎপলার জন্য তাঁর গলার উপযোগী সুর তৈরী করে বেশ কিছু গানের সুর তৈরী করেছেন। তার মধ্যে দু-চারটি অতি জনপ্রিয়। যেমন "মহুয়া বনে পাপিয়া কেন গায়"।

সতীনাথের সান্নিধ্য উৎপলার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কার্যত উৎপলা সতীনাথের অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েন এবং মনে প্রাণে সতীনাথের মানসী হয়ে পড়েন। সঙ্গীতের আদান প্রদান এবং পুরো পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে সতীনাথ মর্য্যাদাপূর্ণ ভাবে তাঁর ভালবাসা সংযম ও ধৈর্যের সঙ্গে লালন পালন করেন। তাঁদের ঘনিষ্টতা গোপন ছিল না। কিন্তু তাঁরা লোকচক্ষে যথেষ্ট সম্ভ্রম রক্ষা করে গেছেন। অবশেষে স্বামী বেণু সেনের মৃত্যুর কিছুদিন পরে সতীনাথ উৎপলার বিবাহ সম্পাদিত হয়। বাকী জীবন তাঁরা স্বামী স্ত্রী হিসাবে সুখে কাটিয়েছেন। উৎপলার এক মাত্র পুত্র সতীনাথকে বাবা বলে মানতেন এবং মানেন। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে সতীনাথের প্রয়াণে এই দাম্পত্য জীবনের অবসান হয়।

প্রবীণা উৎপলার পরবর্তী কালের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তবে তিনি সমাজে মেলামেশা করতেন। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। ধীরে ধীরে তিনি বয়সজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েন। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেশ কয়েক মাস ধরে তাঁর ক্যান্সারের চিকিৎসা চলে। ওই বছরের ১৩ মে পিজি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি একমাত্র পুত্র আশিষ ও পুত্রবধূ সাগরিকাকে রেখে গেছেন।

উৎপলা সেনের গাওয়া এবং সুরকরা গানগুলির একটি তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেখুন।

এই তালিকাটি প্রণয়নে ডাঃ সরোজ সান্যালের সহযোগিতা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

BANGODARSHAN.COM

উৎপলা সেনের কণ্ঠে গানের তালিকা

ছায়াছবি	বৎসর	রেকর্ড নং	গানের কথার প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার
	১৯৩৯	প্রথম রেকর্ড	দূরে গেলে মোরে মনে রবে না জানি	সুধীরলাল চক্রবর্তী/ দুর্গা সেন	বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী
	১৯৪২		দুর্গম গিরি কান্তার মরু	নজরুল	নজরুল
প্রথম রেকর্ড?	১৯৪৩	H.1057	প্রিয় এই কি তোমার শেষ গান	সুধীরলাল চক্রবর্তী	বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী
	১৯৪৪		এক হাতে মোর পূজার থালা আরেক	সুধীরলাল চক্রবর্তী	প্রণব রায়
	১৯৪৪	হিন্দুস্থান	বন ফুল জাগে পথের ধারে	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
মাই সিস্টার	১৯৪৪		ম্যাঁয় ইন ফুলোঁ সঙ্গ দুলুঁ রে	পঙ্কজ মল্লিক	পণ্ডিত ভূষণ
মাই সিস্টার	১৯৪৪		ইয়ে মতলব কা সংসার	পঙ্কজ মল্লিক	পণ্ডিত ভূষণ
মাই সিস্টার	১৯৪৪		জল যানে দো ইস দুনিয়া কো জিস মে সাচ্চা প্যার নেহি	পঙ্কজ মল্লিক	পণ্ডিত ভূষণ
	১৯৪৫	H. 1143G	ওগো ফুলের বনে জাগো সহেলী	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৫		ভুলেছি তোমারে অনেক বেদনা সহে	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৫		যদি ভুল ভেঙে যায় কোনদিন যদি	সুধীরলাল চক্রবর্তী	প্রণব রায়
	১৯৪৫	H. 1162G	চলে যাওয়া নহে ভুলে যাওয়া	সুধীরলাল চক্রবর্তী	প্রণব রায়
বসিয়তনামা	১৯৪৫		পয়াম এ মহব্বত সবালা রহি হ্যায়	রাই চাঁদ বড়াল	জাকির হোসেন
বসিয়তনামা	১৯৪৫	Hindi Film Geet Kosh	গায়ে যা তু গীত সুহানে	রাই চাঁদ বড়াল	
	১৯৪৬		প্রিয় তোমার আমার মিলন শুধু এক	সুধীরলাল চক্রবর্তী	প্রণব রায়
	১৯৪৬		তুমি আমারে চেয়েছ বলে প্রিয় আমি	সুধীরলাল চক্রবর্তী	প্রণব রায়
গিরিবালা	১৯৪৭		প্রেম মে অপমান হো ইয়া মান হো	কমল দাশগুপ্ত	পণ্ডিত মধুর
পথের দাবী	১৯৪৭		যেতে হবে তোরে যেতে হবে তিমির রজনী পার হয়ে	দক্ষিণামোহন ঠাকুর	প্রণব রায়
পথের দাবী	১৯৪৭		নদীর দুধারে ঘোর বরষায় বালুচর গেছে ঢেকে	দক্ষিণামোহন ঠাকুর	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৭		তুমি যে ভালবেসেছিলে এ যেন	সুধীরলাল চক্রবর্তী নির্মল ভট্টাচার্য	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৭		আকাশের বুকে চাঁদ জেগে রয়	নির্মল ভট্টাচার্য	অনিল ভট্টাচার্য
অঞ্জনগড়	১৯৪৮		সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অঞ্জনগড়	১৯৪৮		এক বনের শিমূল শাখে, দোয়েল	রাইচাঁদ বড়াল	

BANGLADARBAR.COM

			সারি ডাকে		
অঞ্জনগড়	১৯৪৮		পরাণ বঁধুয়া রে পরাণ বঁধুয়া তুই	রাইচাঁদ বড়াল	জ্যোতিরিন্দ্র নাথ মৈত্র
কালো ঘোড়া	১৯৪৮		কাছে ডাকিলে দূরে সরে যায়	দক্ষিণামোহন ঠাকুর	প্রণব রায়
অঞ্জনগড়	১৯৪৮		সংসার কে আঁধার দয়া হমপে দিখাও	রাইচাঁদ বড়াল	পণ্ডিত ভূষণ
	১৯৪৮		গানের বলাকা ভেসে যায় প্রিয়	সুধীরলাল চক্রবর্তী নির্মল ভট্টাচার্য	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৮	H. 1341	আয় ঘুম আয় ঘুম (ঘুমপাড়ানী গান)	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৮	H. 1329	মনে রেখো আজকে রাতের তিথি	নির্মল ভট্টাচার্য	অনিল ভট্টাচার্য
উঁচ-নীচ	১৯৪৮		ম্যায় নাহি দীপ জ্বালাউঙ্গী বন্দ জীবন কী	পঙ্কজ কুমার মল্লিক	রমেশ পাণ্ডে
ইহুদী কি লড়কী	১৯৪৮		আব সাদ হ্যায় দিল আবাদ হ্যায় দিল	পঙ্কজ মল্লিক	আগা হাসান কাশ্মিরী
ঝুটি কসমেঁ	১৯৪৮	Hindi Film Geet Kosh	হাম হ্যাঁয় তুমহারে জী তুম হো হামারে সহঃ রবীন মজুমদার	গুলাম আহমেদ চিস্তি	
ঝুটি কসমেঁ	১৯৪৮	Hindi Film Geet Kosh	কেয়া কহেঁ কিসিসে কহেঁ হালাত যো সহঃ রবীন মজুমদার	গুলাম আহমেদ চিস্তি	
	১৯৪৮		কতদিন দেখা নেই ভুলে গেছ তবে কি	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নিরুদ্দেশ	১৯৪৯		এই মধুরাতি আসেনি আগে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়
	১৯৪৯		খিজাঁ যা চুকি হ্যায়, বাহার আ রহি হ্যায়: উর্দু গীত	জাফর খুরশেদ	মুন্সী জাকির হুসেন
বিষের ধোঁয়া	১৯৪৯		কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিষের ধোঁয়া	১৯৪৯	H.1422G	যদি লেগে থাকে ভাল	বিনয় গোস্বামী	
বিষের ধোঁয়া	১৯৪৯	H.1422G	আমার এই জয় করা মনে	বিনয় গোস্বামী	
	১৯৪৯		সকরুণ বীণা বাজায়ো না বাজায়ো	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৯		চম্পাবতীর দেশে রে ভাই চম্পাবতীর দেশে	সুধীরলাল চক্রবর্তী / নির্মল ভট্টাচার্য	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৪৯	H 1438	জাগো জাগো রে মন ঘুমায়ে থেকো	সুধীরলাল চক্রবর্তী/ অনুপম ঘটক	অভয় ব্রহ্মচারী
	১৯৪৯	H 1438	হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে তোমরা	সুধীরলাল চক্রবর্তী / অনুপম ঘটক	অভয় ব্রহ্মচারী/ প্রচলিত
	১৯৪৯		মা ডাক শোনে না কথা কয় না	অনুপম ঘটক	প্রচলিত
	১৯৪৯		আত্মসমর্পণে করিলে তো পণ	অনুপম ঘটক	প্রচলিত
	১৯৪৯		আত্মসমর্পণে করি মৃত্যু পণ দেহ তরী খানি দাও ভাসাইয়া	অনুপম ঘটক	
মঞ্জুর	১৯৪৯		সুন্দর সপনোঁ মে তুমহারে	পঙ্কজ মল্লিক	পণ্ডিত ভূষণ
ছোটা ভাই	১৯৪৯	Hindi Film Geet Kosh	পার করো মেরা বেড়া পার করো	পঙ্কজ মল্লিক	রমেশ পাণ্ডে

শ্রী তুলসীদাস	১৯৫০		কমলনয়ন বালে রাম সহঃ জগন্ময় মিত্র	অনুপম ঘটক, হীরেন ঘোষ	প্রচলিত
ইন্দ্রজাল	১৯৫০		দোলা দিয়ে যায় কে দোলা দিয়ে	গোপেন মল্লিক	প্রণব রায়
দিগভ্রান্ত	১৯৫০		আনমনা আনমনা তোমার কাছে	সত্যজিত মজুমদার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিগভ্রান্ত	১৯৫০		শ্রাবণের গগনের গায় সহঃ শচীন গুপ্ত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিকভ্রান্ত	১৯৫০		আহ্বান আসিল মহোৎসবে সহঃ শচীন গুপ্ত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৫০		শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান সহঃ দ্বিজেন ও অন্যান্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৫০		আমাদের যাত্রা হল শুরু সহঃ দ্বিজেন চৌধুরী ও অন্যান্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৫০		গানখানি মোরা রেখে যাব এই সহঃ পঙ্কজ মল্লিক	পঙ্কজ মল্লিক	শৈলেন রায়
	১৯৫০		যৌবনেরই বীণার তারে সহঃ পঙ্কজ মল্লিক	পঙ্কজ মল্লিক	শৈলেন রায়
	১৯৫০		শান্তি দাও শান্তি দাও সহঃ পঙ্কজ মল্লিক	পঙ্কজ মল্লিক	শৈলেন রায়
	১৯৫০	সারেগামা এইচএমভি	সবার মাঝে জাগে যে মহাকাল সহঃ পঙ্কজ মল্লিক	পঙ্কজ মল্লিক	শৈলেন রায়
মানদণ্ড	১৯৫০	H.1470	যখন গানের পাখী ডাকলো তোমার মনের বাতায়নে	অনিল বাগচী	
	১৯৫০		জীবনের পথে শুধু কেন ফুল ছড়ানো	সুধীরলাল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র
	১৯৫০		তুমি কেন বাঁশীর সুরে দূর থেকে কাছে ডাক	সুধীরলাল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র
রূপ কাহিনী	১৯৫০		বাদল দল মে রাজকুমারী আয়েস মহল বনায়া সহঃ পঙ্কজ মল্লিক ও অসিতবরণ	পঙ্কজ মল্লিক	প্রকাশ
বাবলা	১৯৫১		দুঃখের কাছে হার মেনে তো হৃদয়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়
দত্তা	১৯৫১		যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় ডাক দিয়ে যায় সঙ্গীতে	তিমিরবরণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মালা	১৯৫১		আও সজনী আও সহঃ শচীন গুপ্ত	গৌর গোস্বামী ও সৌরেন পাল	
মালা	১৯৫১		রহ রহ কে সতাতি হ্যায় হামে	গৌর গোস্বামী ও সৌরেন পাল	
মালা	১৯৫১		কোন মুসাফির লেকে আয়া সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌর গোস্বামী ও সৌরেন পাল	
মালা	১৯৫১		মন মে কিসিনে বাজায়ি শেহনাই সহঃ নীতা সেন, শীলা মিত্র	গৌর গোস্বামী ও সৌরেন পাল	
মালা	১৯৫১		মেরা সঁইয়া হ্যায় জি মুর্গিচোর সহঃ	গৌর গোস্বামী ও	

BANGLADARSHAN.COM

			নীতা সেন, শচীন গুপ্ত	সৌরেন পাল	
	১৯৫১		শুকতারা গো নিও না বিদায় নিও না	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৫১		গান যে আমার প্রদীপ শিখার মত	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
জ্বলজ্বলা	১৯৫২		আজ সহি ইনকার মগর	পঙ্কজ মল্লিক	উদ্ধব কুমার
জ্বলজ্বলা	১৯৫২		হাম তো গলিয়াঁ কে লাল সহঃকোরাস	পঙ্কজ মল্লিক	সর্দার জাফরি
মাণিকজোড়	১৯৫২		ছলছল তটিনীর কি মায়া রাগে রে	দেবী ভট্টাচার্য	ফণী গঙ্গোপাধ্যায়
	১৯৫২		কেন জাগে শুকতারা হায় আজও ওই	সুধীরলাল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র
	১৯৫২		আজ এল কি শাবন এল কি আমার মনে	সুধীরলাল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র
রাত্রির তপস্যা	১৯৫২		সুন্দর মোর নওল কিশোর এস হে শ্যামল নয়নাভিরাম	সত্যজিত মজুমদার	গোবিন্দ চক্রবর্তী
	১৯৫২	N.31371	কুসুম ছড়ানো মোর এই ফুলশয্যায়	চিত্ত রায়	প্রণব রায়
	১৯৫২	N.31371	আজকে আমার যাত্রা শুরু স্বামীর ঘরে : নতুন বউ	চিত্ত রায়	প্রণব রায়
	১৯৫২		আর কতদিন আছে বাকী	শ্রী অভয়	শ্রী অভয়
	১৯৫২		মা আমারে দয়া করে শিশুর মত করে রাখ	শ্রী অভয়	শ্রী অভয়
বৌঠাকুরাণীর হাট	১৯৫৩		চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৫৩		প্রান্তরের গান আমার মেঠো সুরের	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী
	১৯৫৩	N 82590	আমার কিছু মনের আশা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী
হরিলক্ষ্মী	১৯৫৩		যাবার বেলায় দিলাম তোমায় এই মালা	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৫৪		রাতের কবিতা শেষ করে দাও	নির্মল ভট্টাচার্য	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৫৪		প্রেম শুধু মোর তোমারে ঘিরিয়া	নির্মল ভট্টাচার্য	অরুণকান্তি ঘোষ
রম্যগীতি	১৯৫৪		তোমারে গান শুনিয়ে সুরের এই	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
জয়দেব	১৯৫৪		আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা আমি	নচিকেতা ঘোষ	
জয়দেব	১৯৫৪		ললিত লবঙ্গলতা-গীতগোবিন্দম্	নচিকেতা ঘোষ	
	১৯৫৫		যে ছিল সাথে কিশোর বেলায় তারই স্মৃতি যে আজও কাঁদায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৫৫		ঝিক মিক জোনাকির দীপ জ্বলে শিয়রে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৫৫		রূপ কাহিনীর দেশে মন চলে যায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৫৫		এই জীবনের দিনগুলি যে এমনি করেই যায় চলে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৫৫		নিয়তির পায়ে কেঁদে মরে একা মন	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শান্তি ভট্টাচার্য

BANGLADARSHAN.COM

	১৯৫৫		বেদনার মত কি আছে মধুর আর	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সাগরিকা	১৯৫৬		আমরা মেডিক্যাল কলেজে পড়ি সহঃ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	নিতাই ভট্টাচার্য
মা	১৯৫৬		চাঁদ ছিল আকাশ পারে, ফুলবন ডেকেছে তারে	নির্মল ভট্টাচার্য	অনিল ভট্টাচার্য
মহাকবি গিরীশচন্দ্র	১৯৫৬		মন মজায়ে লুকালে কোথায় হরি	অনিল বাগচী	গিরীশচন্দ্র ঘোষ
মহাকবি গিরীশচন্দ্র	১৯৫৬		আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে	অনিল বাগচী	প্রচলিত
শ্যামলী	১৯৫৬		আমার এ প্রেম ধূপের মতন নিজেরে দহিতে চায় শুধু সুরভী যে রেখে যায়	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শুভলগ্ন	১৯৫৬		হৃদয় যেন আজ হারায়ে যেতে চায় রূপালী সন্ধ্যায়	বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী	
দানের মর্যাদা	১৯৫৬		মুরলী বাজাও ঘনশ্যাম হে চির সুন্দর চক্রধারী	গোপেন মল্লিক	অরূপ ভট্টাচার্য
	১৯৫৬		আমি তোমায় ছাড়া আর কিছু হায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৫৬		এখনও জানি না কেন তোমার ভাঙাতে পারি না অভিমান	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৫৭		রাঙামাটির পাহাড়ে চাঁদ উঠেছে আহা	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র
	১৯৫৭	N 82733	সপ্ত রঙের খেলা আকাশ পারে	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র
জীবন তৃষ্ণা	১৯৫৭		আবার নতুন সকাল হবে দুঃখ আমার	ভূপেন হাজারিকা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৫৭		ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায় রামধনু জ্বলে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৫৭		পাখী আজ কোন সুরে গায় ফুলের	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৫৮		তোমার ভুবন হতে আমার এ নাম	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৫৮		দোলা দিয়ে যায় কে দোলা দিয়ে যায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
যমালয়ে জীবন্ত মানুষ	১৯৫৮		মা তুই এমন কেন হলি	শ্যামল মিত্র	প্রচলিত
	১৯৫৮		রয়েছে ছড়ায়ে পথের পরে ঝরা বকুলের দল	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৫৮	FPHV 843815	কথা দিয়েছিলে হায় খেলাছলে	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র
	১৯৫৮		মল্লিকা চেয়েছে যে মন রাঙাতে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল ঘোষ
	১৯৫৮		নীলপরীদের ইন্দ্রধনু কল্পলোকের কল্পনা	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত
	১৯৫৮		এই ছায়াবীথি তলে ফাগুন নামে না	সুধীন দাশগুপ্ত	ভাস্কর বসু
	১৯৫৯		ছলছল চঞ্চল নদী বইবে ময়ূরপঙ্খী বাইবো আর গান	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

	১৯৫৯		আনমনে ওই আকাশ পানে চেয়ে তোমার কথাই ভাবছিলাম	ভূপেন হাজারিকা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিচারক	১৯৫৯		আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে	তিমিরবরণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৫৯	N 82862	এ গান আমার যেন সুর খুঁজে পায়	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র /শ্রীশঙ্কর
	১৯৫৯	N 82862	ইন্দ্রধনুর রঙ লাগলো মনে রঙ লাগলো মনে	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র /শ্রীশঙ্কর
	১৯৫৯	N 82842	পথের ধারে মুক্তো আমি ছড়িয়ে দিলাম	সুধীন দাশগুপ্ত	শ্রীশঙ্কর
	১৯৫৯	N 82842	ওই রাতের তারা তন্দ্রাহারা কোন বাঁশীর তানে	সুধীন দাশগুপ্ত	শ্রীশঙ্কর
	১৯৫৯		আঁধার নেমেছে দূরে ওই ঘন বরষায়	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৬০	N82888	ঘুম ঘুম এই রাত সুন্দর	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র
	১৯৬০	N82888	কত ব্যথা ঝরে যায় আমার এ নয়নের জলে	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র
	১৯৬১	N.82918	ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু পথে যদি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৬১	N.82918	শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে না না	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৬১		আকাশ ছেয়েছে ওই কাজল মেঘে	নচিকেতা ঘোষ	পবিত্র মিত্র
	১৯৬১		যে ফাগুন আমার মনে রঙ ধরালো	নচিকেতা ঘোষ	পবিত্র মিত্র
	১৯৬১		শুধু মনে পড়ে তুমি কোথায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৬১		এমন লগন যেন চলে না যায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৬২		মহুয়া বনে পাপিয়া কেন গায় বন্ধু	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৬২		মন যে আমার যায় উড়ে রামধনুকের ওই দেশে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৬২		তোমার দুয়ার হতে আমি যবে গেছি ফিরে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৬২		এত মেঘ এত যে আলো এ জীবনে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	অমিয় দাশগুপ্ত
	১৯৬২		যে সুর বাজাতে চাই কেন জানি না	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৬২		পত্র লিখেছ চেনা চেনা আখরে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র / মিল্টু ঘোষ
এক টুকরো আগুন	১৯৬৩		ও বিরহী সরে থেক না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৬৩		চল যাই চল যাই সহঃ মানবেন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৬৩		ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা সহঃ মানবেন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৬৩		চাঁদ কি ঘুমিয়ে পড়েছে কত রাত হল	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	কাজল ঘোষ
	১৯৬৩		দ্যাখ দেখি মন নয়ন মুদে ভাল করে	রজনীকান্ত সেন	রজনীকান্ত সেন

BANGLADARSHAN.COM

	১৯৬৪		এই মনটাই করে যত গোলমাল	অনল চট্টোপাধ্যায়	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৬৪		এই রিমঝিম ঝিম বৃষ্টি দেখে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৬৪		তাসের দেশ সহঃ অন্যান্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	১৯৬৪	N 83086	কতকাল আর কতদিন নিজের এ মন	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র
	১৯৬৪	N 83086	এই প্রজাপতি মন	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র
	১৯৬৫		ঝুমকো লতার বনে দোল দোল দখিনায় দুলে দুলে ভ্রমরা যে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
অতিথি	১৯৬৫		মাঝে নদী বহে রে	তপন সিংহ	তপন সিংহ
ও কে	১৯৬৫	N 77070	রাজার রাজা ওগো তুমি ওগো তুমি কেমন বিশ্বনাথ	ভি বালসারা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
মায়াবিনী লেন	১৯৬৬		এ বেজায় ভারী শহর গাড়ীর বহর	অনল চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৬৬	N83170	বাজায়ো না আর মোহন বীণা	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	অনিল ভট্টাচার্য
	১৯৬৬	N83170	আজ থেকে সেই অনেক দিনের পরে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৬৭		জোনাকী দীপ জ্বালো আলো ছন্দে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৬৮		মনরে বরষা এল নয়নে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৬৮		বোঝাতে পারিনি কোনদিন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৬৯	JNG 6251	আমি তোমার কাছে বারে বারে নতুন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৬৯	JNG 6251	ওগো রাত তুমি কাছে ডেকে নাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
আকাশবাণী	১৯৭২		পাখীদের ওই পাঠশালাতে কোকিল গুরু শোনায় গান	অলোকনাথ দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
বনপলাশীর পদাবলী	১৯৭৩		বহুদিন পরে ভ্রমর এসেছে পদ্মবনে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৭৩	????	এ আমার কি যে হল আমি তোমায় ভুলে থাকতে পারিনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৭৩		ও বৃষ্টি তুমি থামো একটুখানি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
মোমবাতি	১৯৭৬		দুধের দাঁতও পড়ে যায় বুকের দুধও	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৭৬	JNGS 6332	না হয় আমায় ভুলে যেও ভুলতে যদি পারো	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৭৬	JNGS 6332	আজ রাতে এই তুমি কাছে নেই	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	১৯৭৬		পথের প্রান্তে তুমি রয়েছ বলে পথকে আপন করে নিয়েছি	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
আমি রতন	১৯৭৯		এই তো রয়েছ তুমি আমার কাছে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
	১৯৭৯	মেগাফোন	দুখের দিনে কেউ তো থাকেনা	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত

BANGLADARSHAN.COM

ভাগ্যচক্র	১৯৮০		ভাগ্যের চাকাটা তো ঘুরছেই	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৮০		একবারও যদি তুমি বলতে ভালবেসেছিলে ওগো আমারে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৮০		সবুজ মাঠের সোনালী ওই ধানে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
মেগাফোন রেকর্ড	১৯৮১	S/EJNG 1087	মেঘ এসেছে আকাশে ওই দেখ	শ্যামল মিত্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৮৪		কিছু বলবো কি না আমি জানি না	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৮৫		তুমি তো আমায় ভালবাসতে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	আবিদুর রহমান
	১৯৮৬		কি করে উঠবে চাঁদ যদি না আকাশ খুঁজে পায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
	১৯৮৬		এখন অনেক রাত তবু কি রয়েছ	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
	১৯৮৯	আকাশবাণী রেকর্ডিং	টুপ টুপ বৃষ্টিধারা ঝরেছে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	???		যে কথায় মম হৃদয় রাঙাও	সুধীরলাল চক্রবর্তী	অনিল ভট্টাচার্য
	???		আমার মনের মাঝে কেমন সে এক মন আছে	সমরেশ রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
	???		দেখলাম থাকেনা কিছুই যে যার নিজের নাম লিখে যাই	উৎপলা সেন	শ্যামল গুপ্ত
	???		ধাতিনা তিন তি না না বাজেনা	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
	১৯৬৩?		তোমার নয়নের আড়াল হতে চাই আমি তোমারেই করি পরিহার	রজনীকান্ত সেন	রজনীকান্ত সেন
রম্যগীতি	অজানা		আমার আকাশ যেন কোনদিন কালো মেঘে ছেয়ে যায়	গোপাল দাশগুপ্ত	জানা নেই
	অজানা	মেগাফোন	আমি ভুল তো করিনি ভালবেসে	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
	অজানা		গান কি কোনদিন এত ভাল লাগত	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	অমর বসু
	অজানা		আমি ভুল করি সব কাজে যখন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			মানিনী গো গরবিনী আছে কি তা জানা	অজানা	প্রণব রায়
মহিষাসুর মর্দিনী-২			শান্তি দিলে ভরি দুঃখ রজনী গেল	পঙ্কজ মল্লিক	বাণী কুমার
নাটক তাসের দেশ			গোপন কথাটি রবে না গোপনে সহঃ শ্যামল মিত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		সারেগামা	বন্দে মাতরম সহঃ লিলি ঘোষ ও অন্যান্য	পঙ্কজ মল্লিক???	বঙ্কিমচন্দ্র
			বন্দে মাতরম-১ সহঃ লিলি ঘোষ, প্রভা সরকার		বঙ্কিমচন্দ্র
			শুভ নাম তোমার ভালবাসা, আকাশে বাতাসে প্রতিদিন শোনা	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

BANGODARSHAN.COM

			তোমরা যারা দুঃখ পেয়েছ আমার দিকে তাকাও	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আকাশে অনেক আলো হঠাৎ কেন ঝড় হয়ে যায়	সমরেশ রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			চল না দুজনে সেই সে বকুলতলে যাই	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	আবিদুর রহমান
			আমরা দুজনে শুধু দুজনায় গানে গানে কতবার এই কথা বলেছি	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			নয়নে ঘনালো শ্রাবনের মেঘ বরষা ঘন রাতে	সুধীরলাল চক্রবর্তী	বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী
		আহির ভৈরব	জাগো রে মন নিশি হল ভোর সহঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র
		হিন্দুস্থান/	পাখীদের এক কলি গান ফুলেদের একটুকু হাসি	অজানা	অজানা
		মেগাফোন	যদি সহজ করে নিতে		
			কিংশুক ফুল হিংসুক ভারী	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ছোট্ট একটি মিষ্টি মেয়ে	সুধীন দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		মেগাফোন	চাঁপা বলে গোলাপের বড় বাড় বেড়েছে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			তুমি কত সহজে ভুলে গিয়েছ	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ডুবে গেল চাঁদ মেঘের আড়ালে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
			সেই পথে যাই চল না যে পথে কেউ নেই। সহঃ সতীনাথ মুখোঃ	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
		মেগাফোন/	আমার মন দোতারার একটি তার	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়
আকাশবাণী দেশবন্দনা			শপথ নিলাম প্রাণ করিনু পণ সহঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়		
			মিলেছি আজ মায়ের ডাকে সহঃ মানবেন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আকাশবাণী রম্যগীতি			ভ্রমরের গুন গুন ডাকে কোন সুরে আজ সহঃ সতীনাথ	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত
আকাশবাণী রম্যগীতি			এই যে বিরহ এ যেন একটি নদী	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	অজানা
সুরকার উৎপলা সেনঃ					
			স্বপ্ন জাগে আজ সবারই নয়নে	বনশ্রী সেনগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			দূরে গেলে যেন ভুলে যেও না	বনশ্রী সেনগুপ্ত	শ্যামল গুপ্ত

BANGLADARSHAN.COM

			এখন আমি রাতের মত একা	হৈমন্তী শুক্লা	সুনীল বরণ

BANGODARSHAN.COM